[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার আরামডাঙ্গা এলাকায় ছাগল চুরির অভিযোগে জনতার হাতে আটক হওয়ার পর পুলিশের অভিযানে দুইজন চোরকে গ্রেফতার করা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে আরামডাঙ্গা এলাকায় একটি ছাগলসহ জনতার হাতে ধরা পড়ে শ্রী সজীব অধিকারী। পরে উপস্থিত জনতা তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সজিব অধিকারী জিজ্ঞাসাবাদে সে ছাগল চুরির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে এবং তার সহযোগীর নাম প্রকাশ করে।তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়া থেকে সবুজ মিয়া নামের আরও একজনকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত শ্রী সজীব অধিকারী ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাঁচকাহনীয়া গ্রামের নির্মল অধিকারীর ছেলে, বর্তমানে সে কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীন পাড়ায় বসবাস করে। তার বিরুদ্ধে এর আগে ৭টি চুরি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অপর গ্রেপ্তারকৃত সবুজ মিয়া উপজেলার আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়ার কাওসার আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধেও পূর্বে চুরি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেপ্তারকৃত দুইজনের বিরুদ্ধে চুরি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং গতকালই তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ছাগলসহ চিহ্নিত ২জন চোর আটক

দামুড়হুদায় ছাগলসহ চিহ্নিত ২ জন চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর ইউনিয়নের চিৎলা নতুন পাড়া থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত চোররা হল, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের নতুন পাড়ার আমিরুল হোসেনের ছেলে সোহাগ আলী (২৯), মৃত মোমেন

আলীর ছেলে মানিক (২৩)

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন সদর ইউনিয়নের চিৎলা নতুন পাড়ার জৈনক বাবলুর চায়ের দোকানের সামনে মেইন রাস্তার উপর থেকে ১টি খয়রী রং এর খাশি ছাগল, ১টি কালো রং এর ধাড়ি ছাগল এবং ১টি কালো রং এর খাশি ছাগলসহ সর্বমোট মূল্য ২৮,০০০/- (আঠাশ হাজার) টাকা স্থানীয় জনগণ তাদেরকে হাতেনাতে আটক করে। পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবিরকে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি এস আই সাইফুল ইসলাম হাওলাদারকে ফোর্সসহ ঘটনা স্থলে পাঠান এবং তিনটি ছাগলসহ চোরদেরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন, গ্রেফতারকৃত চোরদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে এবং আজ বিজ্ঞ আদালতের কাছে তাদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে। চোরাইকৃত তিনটি ছাগল আপাতত থানা পুলিশের হেফাজতে আছে। আগামী রোববার বিজ্ঞ আদালতের আদেশ নিয়ে ছাগল তিনটির বিষয়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

ছাগল নিয়ে ইউএনওর তুঘলকি কাণ্ড

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ছাগল প্রবেশ করার অপরাধে দুটি ছাগল আটক করে ছাগল মালিক লাভলী খাতুনের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার বিরুদ্ধে। পরে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে অভিযোগ দিলে তারপর থেকে ছাগল ফেরত দিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন।

শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। ছাগল মালিক লাভলী খাতুন গাংনী বাজারের কম্পিউটার ব্যবসায়ী গাংনী সাইন্স এন্ড টেকলোজি কলেজের পরিচালক নাজমুল হুদার স্ত্রী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফের কাছে বিচার চেয়ে মোবাইল ফোনে আবেদন করেন নাজমুল হুদা। এ ঘটনায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছে বিভাগীয় কমিশনার।

ছাগল মালিক লাভলী খাতুন জানান, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বাড়িতে দুটি ছাগল পালন করেন। উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর না থাকার কারনে শুক্রবার দুপুরে ছাগল দুটি উপজেলা পরিষদের মধ্যে প্রবেশ করে। এঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ক্ষুদ্ধ হয়ে ছাগল দুটি আটক করে। অনেকবার অনুরোধ করার পরও ছাগল ফেরত না দিয়ে অসৌজন্য মুলক আচরন করে তাড়িয়ে দেন। এরপর আবারো ছাগল আনতে গেলে আবারো অসৌজন্য মুলক আচরন করেন।

লাভলী খাতুনের স্বামী নাজমুল হুদা বলেন, ছাগল দুটি আনার জন্য তিনি নিজেও দুইবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন। বারবার অনুরোধ করার পরও ছাগল না দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর কিংবা কোনো খামারে প্রদান অথবা বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে হুমকী দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের মোবাইল নম্বরে কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। অবশেষে রাত ১১ টায় বিষয়টি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ মহোদয়কে জানানো হলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষন পর গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাস্টাররোলে কর্মচারী হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউএনও অফিসের নাজির আবু হানজালা, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দীন শাওন ও সবশেষে গাংনী থানার জনৈক্য একজন উপপরিদর্শক (এসআই) কে দিয়ে ছাগল ফেরত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন অসৌজন্য আচরন ও ছাগল আটকের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মো: আব্দুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তবে তিনি ও তার পরিবার সার্বিক বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন বলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুরোধে ছাগল মালিক লাভলী খাতুন ও নাজমুল হককে ফেরত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাগল মালিকের অভিযোগ সংর্বাশে সঠিক নয়। তবে ছাগল দুটি কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলেও রাতেই মালিকের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ছাগল কাণ্ড নিয়ে দিনভর নানা আলোচনা-সমালোচনা কেটেছে

গাংনীতে কোরবানি পশু হিসেবে ছাগলের চাহিদা দ্বিগুণ

মাত্র কয়েক দিন বাদেই আসছে ঈদুল আজহা।ঈদকে ঘিরে গাংনীতে কোরবানির পশু কেনাবেচায় ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতারা। পশুর হাটগুলোতে ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ নিয়ে আসছেন বেপারীরা কেনার জন্য ভীড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ছাগল ও গরুর চাহিদা সবসময় বেশি। তবে গাংনীর বাজারে কোরবানির পশু হিসেবে গরুর চেয়ে দ্বিগুণ চাহিদা রয়েছে ছাগলের। পশু হাটগুলোতে ছাগলের আমদানি এবং কেনাবেচাও বেশি।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে গাংনী উপজেলায় ৯৩ হাজার ৯১৪টি ছাগল রয়েছে। যা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে পশু উৎপাদন করা হয় গাংনীতে। তাই এ উপজেলার ছাগল ও গরুর প্রচুর চাহিদা দেশের বাজারে রয়েছে। স্থানীয় হাটগুলোতে কোরবানিযোগ্য একেকটি ছাগল বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। দাম নাগালের মধ্যে হওয়ায় ছাগলের দিকেই ঝুঁকছেন ক্রেতারা। এ অঞ্চলের ছাগল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

সাধারণত যারা কম টাকার মধ্যে কোরবানির পশু কিনতে চান এবং ছোট পরিবারে কোরবানি দেন তাদের পছন্দ তালিকায় শীর্ষে থাকে ছাগল। এছাড়াও ঈদের সময়ে ঔষধ কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমে গরু মোটাতাজা করার আশঙ্কা থেকেও অনেকেই কোরবানির পশু হিসেবে ছাগল বেছে নেয়।

গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুল হামিদ পারিবারিক ভাবে ৫টি ছাগল লালনপালন করেছেন কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য। তিনি বলেন, আমি গতবছর থেকে এবারের কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য ছাগলগুলো

লালনপালন করেছি; সম্পুর্ন নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাদ্য খাইয়েছি। কাঁচা ঘাস, বিচালি, ভুট্টা ও ছোলা মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়াতাম। এখন একেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ১৭ হাজার করে। আরেকটা বড় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল রয়েছে যার দাম চেয়েছি ২৬ হাজার টাকা।

একই উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শামীম রেজা বলেন, আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিবছর ২টি করে ছাগল পালন করি। ঈদ সামনে বিক্রি করি। এবারের ঈদ সামনে একটি ছাগল বিক্রি করেছি ২৩ হাজার টাকায়। আরেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ৩৪ হাজার টাকা। আশানুরূপ দাম পেলেই বিক্রি করে দিবো।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ছাগলের বেপারী সাহারুল ইসলাম বলেন, সারাবছর টুকটাক ছাগল বেচাকেনা হয়। স্থানীয় বামন্দী পশুহাটে নিয়ে গিয়ে আমরা বিক্রি করি। তবে ঈদ সামনে ছাগলের সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয়। গত দুই হাটে প্রচুর ছাগল আমদানি ছিলো এবং বেচাকেনা খুব ভালো হয়েছে।

বালিয়াঘাট গ্রামের ছাগলের বেপারী সৈকত আলী বলেন, হাটে গরুর চেয়ে ছাগলের দিকে মানুষের ঝুঁকি বেশি। গ্রামঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ অল্প টাকার মধ্যে কোরবানি দেয় সেজন্য ছাগলের চাহিদা বেশি। দেখা যাচ্ছে একটা গরু কিনতে সর্বনিম্ন ৪০থেকে৫০ হাজার টাকা লাগবে কিন্তু ১০থেকে১৫ হাজার টাকার মধ্যে একটা ভালো ছাগল কেনা হয়ে যায়।

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে ছাগল পালনে প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্টিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার রামনগরে অবস্থিত মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজ কার্যালয়ে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রতিবন্ধি অভিভাগকদের প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে সংস্থার ম্যানেজার মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ এন,জি,ও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যগে দর্শনা থানাধীন এলাকার ৯টি গ্রামের ১৬ জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধি অভিভাবকদের মধ্যে প্রত্যকের ২টি করে মোট ৩২টি বিনা মূল্যে ছাগল প্রদান করা হয়।

এ সময় প্রতিবন্ধি ভুক্তভোগীদের মাজে ২টি করে ছাগল বিতরন করে। এরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের সুমন মিয়া, মিতু খাতুন, শ্যামপুরের মরিয়ম খাতুন, পরাণপুরের পিপিলা খাতুন, মোবারকপাড়ার সাগর মিয়া, রামনগরের শারেজান বিবি, তারিক আজিজ, রবিউল ইসলাম, করিমপুরের কবিউল ইসলাম, রুদ্রনগরের আহসান হাবিব, শামসুল আলম, উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ার জিহাদ হোসেন, মদনা গ্রামের সাফিয়া মাহজাবিন, রহমতুল্লা, বারাদী গ্রামের শফিকুল ইসলাম, উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি গ্রামের ফাতেমা খাতুন।

মেহেরপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মেলা

মেহেরপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ছাগলের এক্সিভিশন মেলা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালি বাসস্ট্যান্ড এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালি শেষ জেলা প্রাণীসম্পদ অফিস চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে র্যালিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, কৃষি কর্মকর্তা দিপক কুমার প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সদর উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তা ড. তহিদুল ইসলাম।

প্রাণীসম্পদ অফিস চত্বরে ব্ল্যাক ছাগল মেলায় উপজেলার ১২ জন খামারি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের কয়েক’শ ছাগল নিয়ে মেলাই অংশ গ্রহণ করে। সেরা ছাগল খামারির মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।